আমি কত একা

জামিল হাসান সুজন

খিল্‌গাঁও সুপার মার্কেটের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে
খোলা আকাশের নীচে, সম্মুখে হাত বাড়িয়ে
বন্ধু বলেছিল - দেখ, আমি কত একা।

আমার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু বিশীর্ণ চরাচর
নদীর মত বিশাল জলাশয়
পাড়ে ভাঙ্গনের পদধ্বনি
পতনোন্মুখ কয়েকটি বৃক্ষ, দীন হীন কয়েকটি মাটির বাড়ি।

আমার পেছনে ব্যস্ত সরগরম বিকেলের রাজধানী
ইট কাঠ পাথর আর কংক্রিটের সমাহারে
নিত্য দিনের পসরা সাজায় নগরবাসী;
সামনের এই দৃশ্যটির সাথে অদ্ভুত বেমানান।
খুব অবাক আর অভিভূত হয়ে দেখছিলাম-
বন্ধুর দিকে ফিরে বললাম, সত্যি তুমি বড় একা।

বন্ধু আমার পরবাসী বহুকাল
বিদেশের উচ্চ শিক্ষাসমূহ সমাপন করে
সম্প্রতি শুনলাম- হিউস্টনে বড় কোম্পানীতে
চাকরি পেয়েছে।
ধনে জনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে তার জীবন।

সে আর হয়তো একা নয়।

ধুসর অস্পষ্ট বিস্মৃতির মত তার
সাহিত্যকর্ম আর শিল্পকর্ম গুলো;
কোনকালে এ সব তার জীবনের অঙ্গ ছিল
মনেই পড়েনা।

অতিকায় দানবের দেশে
যান্ত্রিক জীবন আর আর্থিক লাভালাভের
শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে মজ্জায়
অজান্তে।

অথচ জীবন এ রকম ছিল না।

বসন্তের ফুলেল আকাশে হিল্লোলিত হৃদয়,
বর্ষার রিনিঝিনি বৃষ্টিতে ভেজা তনু মন,
স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়, পদ্মার পাড়
অথবা দেশের বাড়িতে বাপ দাদার ভিটের উপর দাঁড়িয়ে
নষ্টালজিয়ায় অবগাহন।

বন্ধু আমার আজ হয়তো হিউস্টনের ঝলমলে
সুউচ্চ কোন ভবনের উপর দাঁড়িয়ে
আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চায়
জীবনের সপ্ত চুড়া;
আর চিৎকার করে বলে- দেখ বন্ধু, আমি কত একা

বন্ধুরে, দ্যাখ্ আমি কত একা!

জামিল হাসান সুজন, ক্যাম্পসী (সিডনী)

কবির পরিচিতি দেখতে কবির ছবির উপরে টোকা দিন